দৈনিক ইত্তেফাক

০১

তারিখ 18 JAN 1990
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

৩০

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ লইয়া সংসদে হৈচৈ

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহকে আর্থিক সাহায্য হিসাবে এককালীন অর্থ প্রদানের ২৭৮ কোটি টাকার তহবিল বন্টনের পদ্ধতি লইয়া গতকাল (বুধবার) জাতীয় সংসদে হৈচৈ-এর মধ্যে স্পীকার একই বিষয়ে ৩২ জন সদস্যের অভিন্ন মুলতবী প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেন। সংসদ নেতা, সংসদ উপনেতা ও বিরোধী দলীয় নেতা "প্রস্তাবের

(১১শ পৃ: দ্র:)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ

(১ম পৃ: পর)

মূল বিষয়ের প্রতি" ঐক্যমত পোষণ করিয়া সংসদীয় কমিটিতে বিষয়টি বিপত্তির সুপারিশ করিলে অবস্থা প্রশমিত হয়।

৮৮-৮৯ ও ৮৯-৯০ সালে নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন অনুদান প্রদান করা হয় নাই —মন্ত্রী প্রশ্নোত্তরে একথা বলিবার পরেই হৈ চৈ শুরু হয়। সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মোক্তার হোসেন ও মোস্তাফিজুর রহমানসহ কয়েকজন সদস্যের পত্রে সীড়া দিয়া বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। বাকী বরাদ্দ রাষ্ট্র ক্ষমতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মৌখিক বরাদ্দ ও সরাসরি দরখাস্ত ভিত্তিক কমিটি পরীক্ষিত। এসময় এস এ খালেকসহ উভয় দলের ২০ জন সদস্য দাঁড়াইয়া আপত্তি জানাইয়া বলিতেছিলেন, আনিসুল ইসলাম মাহমুদ শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালে জনসংখ্যা অনুপাতে অর্থ বরাদ্দ করিয়া এমপিদের স্কুলের তালিকা দিতে বলিয়াছিলেন। এবার "স্বজনপ্রীতি" ছাড়া কিছু হয় নাই।

প্রশ্নোত্তর শেষ হওয়ার পর একই বিষয়ে ৩২ জন সদস্যের মুলতবী প্রস্তাব ডেপুটি স্পীকার "জনগুরুত্বসম্পন্ন হইলেও নীতি বিষয়ক" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে একযোগে ১৬ জন বিরোধী দলীয় সদস্য দাঁড়াইয়া সমস্বরে প্রতিবাদ জানাইতে থাকেন। স্পীকার ৬৩ বিধি ও বিরোধী দলীয় সদস্য ৬২(১) বিধি ব্যাখ্যার চেষ্টা করিলেও শোরগোলে তাহা তলাইয়া যায়।

এ পর্যায়ে সংসদ নেতা স্পীকার কথা বলার সময় অন্য কাহাকেও কথা না বলিবার ঐতিহ্য সংরক্ষণ করার আহ্বান জানান। আসম রব বলেন, কোন্ নীতির বলে এ অর্থ বন্টন হইয়াছে ও ভবিষ্যতে হইবে তাহা জানিতে চাই। এজন্যই ৩২ জন একই বিষয়ে নোটিস দিয়াছে। বিক্ষোভ সরকারী দলেও আছে। শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর করুন। মুলতবী প্রস্তাব গ্রহণের আশ্বাস না পাইলে সদস্যগণ ওয়াক আউট করিতে চাহিতেছেন।

সংসদ নেতা বলেন, মুলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে এ ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হইলে সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি এড়াইয়া বিগর্হিত রীতি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সংসদ নেতা বলেন, ৭১ বিধিবলে দৃষ্টি আকর্ষণ কিংবা ৩০০ ধারা বলে মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতি দ্বারা সবার "মনের ক্ষোভ ও প্রশ্ন" নিরসন করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রস্তাবের সারবস্তুর সহিত আমি একমত। কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ইহা নিরসন করা যাইবে।

আসম রব বলেন, শিক্ষামন্ত্রী আমার সহকর্মী। একদিন মৃত্যুর সামনে আমরা একলাইনে দাঁড়াইয়া ছিলাম। তাই প্রত্যাশা অনেক বেশী।